শব্দার্থ ও টীকা

17

নারী

কাজী নজরুল ইসলাম

17.1 প্রস্তাবনা

আপনারা দৈনিক সংবাদপত্রে প্রায় রোজই বধূহত্যা, বধূনির্যাতন, নারীনিগ্রহ, কন্যাভ্রূণহত্যা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদির খবর দেখেন। আমাদের সমাজে নারীরা দীর্ঘকাল যাবৎ নানা রকমের অত্যাচার-অবিচার, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে আসছেন। মধ্যযুগ থেকে তার সূত্রপাত, আজও তা শেষ হয়নি। সমাজে পরিবারে পুরুষেরা যে সব অধিকার, স্বাধীনতা, সুযোগ ভোগ করেন নারীরা তা অনেক ক্ষেত্রে পান না। এই বৈষম্যের অবসান আজও হয়নি। কাজী নজরুল ইসলাম এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন 'নারী' কবিতায়। তিনি নারী ও পুরুষের মধ্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন।

বৈষম্য = প্রভেদ।

'নারী' সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের একটি অংশ। সাম্যবাদী প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। নজরুল তখন কৃষক শ্রমিক পার্টির একজন নেতা এবং ঐ দলের মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ঐ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পুরো 'সাম্যবাদী' কবিতা প্রকাশিত হয়। কেবল নারী পুরুষের অসাম্য নয়, ধনী দরিদ্রের অসাম্য, মালিক শ্রমিকের অসাম্য দূর করার দাবিও তিনি করেছেন সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের বিভিন্ন কবিতায়।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় — সবচেয়ে আগে অধিকার হারিয়েছে নারী। নানা বাধা-নিষেধে তাকে বেঁধে ফেলা হয়েছে। তার স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। আমাদের দেশে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন শুরুই হয়েছে নারীমুক্তির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। রাজা রামমোহন রায় আজ থেকে প্রায় দুশ বছর আগে আন্দোলন করে সতীদাহ নিষিদ্ধ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেয়েদের উপর অত্যাচার বন্ধের জন্য বিধবা বিবাহ আন্দোলন করেন। রবীন্দ্রনাথ নারী স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছেন নানা কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে।

সতীদাহ = সদ্য বিধবাদের মৃত স্বামীর সঙ্গে দাহ করা।

'নারী' কবিতায় একদিকে নারীর প্রতি বহু যুগ ধরে চলে আসা অত্যাচার লাঞ্ছনার চিত্র যেমন আঁকা হয়েছে, তেমনি নারীর গুণ, মহত্ত্ব প্রবল আবেগের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এই অবিচার বন্ধ করার ডাক দেওয়া হয়েছে। কবি অত্যন্ত চড়া গলায় তাঁর বিশ্বাস ও দাবি উত্থাপন করেছেন। এ কবিতা কেবল উপভোগের নয়, এ কবিতা বাঁধন ছেঁড়ার প্রেরণা জোগায়। এ কবিতা নারী মুক্তির সনদ। স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিক নজরুলের প্রথম যুগের কবিতাগুলি আন্দোলনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে; আবেগ পাঠকের মনকে স্পর্শ করেছে। বহু উপমায় তিনি নারী জাতির মহিমা ফুটিয়ে

প্রত্যয় = গভীর বিশ্বাস।

তুলেছেন। নারী বিদ্বেষীদের প্রতি ঘৃণা জাগ্রত করেছেন।

17.2 উদ্দেশ্য

এই কবিতাটি পাঠ করে আপনারা—

- এতকাল সমাজের ভালমন্দ যা কিছু হয়েছে তা পুরুষ ও নারী উভয়ে মিলেই করেছে। যে সব কাজ করার ক্ষমতা পুরুষের আছে তা নারীরও আছে তা উপলব্ধি করতে পারবেন;
- মেয়েরা কোনো কাজে পুরুষের থেকে যে অযোগ্য নয় সে বিষয়ে সচেতন হবেন;
- সমাজের অর্ধেক মানুষ নারী। তাদের পিছিয়ে রেখে যে সমাজের অগ্রগতি হতে পারে না তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন;
- আজ যে শাসনব্যবস্থায় নারীদের বিশেষ স্থান দেবার চেষ্টা চলছে তার যৌক্তিকতা বুঝতে পারবেন;
- নারীর মর্যাদা ও সমান অধিকারের জন্য যে চেষ্টা চলেছে তা শক্তিশালী করার জন্য উদ্বুদ্ধ হবেন।

17.3 মূল পাঠ

নারী

কাজী নজরুল ইসলাম

সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণ-কর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী। অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
নরককুণ্ড বলিয়া কে তোমা' করে নারী হেয় জ্ঞান?
তারে বল আদি-পাপ নারী নহে, সে যে নর শয়তান।
অথবা পাপ যে — শয়তান যে — নর নহে নারী নহে,
ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে।

শব্দার্থ ও টীকা:

তোমা = তোমাকে।
অথবা পাপ যে = এখানে পাপী বোঝাতে পাপ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।
আদি পাপ = প্রথমে যে মানুষ পাপ করেছিল।

শব্দার্থ ও টীকা

সাম্য = সমতা, সমান অধিকার।
সাম্যের গান = সাম্যের গুণকীর্তন করা বা তাকে সমর্থন করা।
ভেদাভেদ = পার্থক্য।
চির-কল্যাণকর = চিরস্থায়ী মঙ্গলজনক।
পাপ = খারাপ কাজ।
তাপ = হিংসাত্মক কাজ অর্থে।
অশ্রুবারি = ব্যথা, দুঃখ।
নরক-কুণ্ড = (কুণ্ড - গর্ত) জঘন্য বস্তু।
হেয় জ্ঞান = অবজ্ঞা।
ক্লীব = যাদের মধ্যে পুরুষের বা নারীর কোনও গুণ নেই।
রহে = (গদ্যে) থাকে।

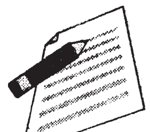

এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মোম্‌তাজ নারী, বাহিরেতে শাজাহান।
জ্ঞানের লক্ষ্মী গানের লক্ষ্মী শস্যলক্ষ্মী নারী,
সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।

সে যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাক' নারীরা আছিল দাসী।
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি'।

17.4 বিষয়ের রূপরেখা

'নারী' কবিতায় কবি বলেছেন — সভ্যতার অগ্রগতির জন্য আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মহৎ কাজ হয়েছে, যত সৃষ্টিশীল কীর্তি, উন্নত ভাব পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলেছে তাতে পুরুষের অবদান যতটা নারীরও ততটাই। আবার যত হীন, ধ্বংসাত্মক কাজ হয়েছে তার জন্য নারী ও পুরুষ সমানভাবে দায়ী। নারী বা পুরুষ কাউকেই জাতিগতভাবে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বলে চিহ্নিত করা অন্যায়। শয়তান পুরুষও নয়, নারীও নয়, শয়তানের জাতই আলাদা। মানুষের মনকে সুন্দর, কোমল-মধুর করে গড়ে তোলায় নারীর ভূমিকাই সব থেকে বেশি। অতীতে নারী ছিল পরাধীন, অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু আধুনিক যুগ হল সমান অধিকারের যুগ, নারী মুক্তির যুগ। নারীর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু হয়েছে। তাদের আর পদানত রাখা চলবে না।

17.4.1 সাম্যের গান গাই . . . . . . সমান মিশিয়া রহে

গদ্যরূপ:

(আমি) সাম্যের গান গাই। আমার চক্ষে পুরুষ (ও) রমণী(-র মধ্যে) কোনো ভেদাভেদ নাই। বিশ্বে যা কিছু মহান ও চির কল্যাণকর সৃষ্টি তার অর্ধেক নারী করিয়াছে। তার (আর) অর্ধেক পুরুষ (করিয়াছে)। বিশ্বে যা কিছু পাপ, তাপ, বেদনা, অশ্রুবারি তার অর্ধেক নর আনিয়াছে। তার (আর) অর্ধেক নারী (আনিয়াছে)। (হে) নারী, তোমা (কে) নরককুন্ড বলিয়া কে হেয়জ্ঞান করে? তারে বল — আদি পাপী যে সে নারী নহে, সে যে শয়তান নর। অথবা যে পাপী যে শয়তান সে নর(-ও) নহে, নারী(-ও) নহে, সে ক্লীব; তাই সে নর ও নারীর (মধ্যে) সমান (ভাবে) মিশিয়া রহিয়াছে।

শব্দার্থ ও টীকা

তাহে = তাহাতে (গদ্যে)।
সুনির্মল = বিশুদ্ধ।
ফিরিছে = বিকিরণ করছে।
সঞ্চারি = (গদ্যে) সঞ্চারণ করে, ছড়িয়ে দিয়ে।
'জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী' = জ্ঞান, বিদ্যা, গানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
শস্যলক্ষ্মী = লক্ষ্মীকে বলা হয় শস্য বা ধন সম্পদের দেবী।
সুষমা লক্ষ্মী = সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী।

বাসি = পুরানো, এখানে অর্থ অতীত।
ছিল নাক = ছিল না, (আঞ্চলিক বাংলায় ব্যবহৃত হয়)।
আছিল = ছিল, (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত হত)।
দাস = কেনা গোলাম।
দাসী = চাকরানি।
ডঙ্কা = জয়ঢাক বাজিয়ে ঘোষণা।
বাজি = বেজে, ধ্বনিত হয়ে।

শব্দার্থ ও টীকা

বক্তব্যসার :

মানব সমাজের অর্ধেক হচ্ছে পুরুষ আর অর্ধেক নারী। উভয়ের মধ্যেই একই রকমের গুণ, ক্ষমতা ও যোগ্যতা রয়েছে। কেউ কোনও অংশে কারো থেকে ছোটো বা বড়ো নয়। সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের যেমন ভূমিকা আছে, নারীরও রয়েছে তেমনই ভূমিকা। আবার পৃথিবীতে নিকৃষ্ট কাজ যারা করেছে তাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী দুই-ই রয়েছে। তাই কারুকে শ্রেষ্ঠ আর কারুকে নিকৃষ্ট বলাটা অযৌক্তিক ও অসংগত। সমাজে অপরাধমূলক কাজ যারা করে তাদের পুরুষ বা নারী বলে চিহ্নিত না করে তাদের অপরাধী বা শয়তান শ্রেণির লোক বলাই উচিত। কারণ পুরুষ বা নারীর কোনও গুণেরই অধিকারী তারা নয়। পুরাকালে নারীজাতিকে হীন নীচ বলে গণ্য করা হত। এটা মিথ্যা শুধু নয়, নারীর প্রতি অবিচার, পুরুষপ্রধান সমাজে নারীকে পদানত রাখার চেষ্টা।

পাঠগত প্রশ্ন : 17.1

শূন্যস্থানে সঠিক কথাটি বসান —

1. নারী কবিতায় কবি ____________ গান গেয়েছেন।

ক. প্রেমের
খ. পূজার
গ. সাম্যের

2. পৃথিবীর যত মহৎ কাজ হয়েছে তা করেছে ____________।

ক. পুরুষেরা
খ. পুরুষ ও নারী মিলে
গ. নারীরা

একটি বাক্যে উত্তর দিন —

3. 'আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই' — কার চক্ষে?

4. 'তারে বল, আদি-পাপ নারী নহে' — কাকে বলতে হবে?

5. **তিনটি বা চারটি বাক্যে উত্তর লিখুন —**

i) নারী ও পুরুষের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই তা কবিতার কোন্ অংশে বলা হয়েছে?

ii) পুরাকালে নারীকে নরককুণ্ড বলা ঠিক নয় কেন?

iii) শয়তানদের কবি কোন্ শ্রেণিতে ফেলেছেন?

iv) নারী ও পুরুষ যে একই রকম ক্ষমতার অধিকারী তার একটি দৃষ্টান্ত দিন।

17.4.2 এ বিশ্বে যত ফুল . . . . . রূপে রূপে সঞ্চারি

গদ্যরূপ:

এ বিশ্বে যত ফুল ফুটেছে, যত ফল ফলেছে তাতে নারী সুনির্মল রূপ-রস-মধু-গন্ধ দিল। তাজমহলের

পাথর দেখেছ, তার প্রাণ দেখেছ। (তার) বাইরে শাজাহান (কিন্তু) তার অন্তরে নারী — মোম্‌তাজ। নারী (হচ্ছে) জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য লক্ষ্মী। নারীই রূপে রূপে সুষমা-লক্ষ্মী সঞ্চার করে ফিরেছে।

শব্দার্থ ও টীকা

বক্তব্যসার:

ফুলে আছে নিষ্পাপ সৌন্দর্য। তার রঙ, রূপ ও গন্ধ মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। নারীর প্রেম স্নেহ ভালবাসা সেইরকম নির্মল, সুন্দর, তৃপ্তিদায়ক। নারীজাতির মন সুমিষ্ট ফলের মত মধুর। তার মাধুর্যে পৃথিবী সুন্দর হয়ে ওঠে। তাজমহলের অনবদ্য ইমারত নির্মাণ করেছিলেন শাজাহান। শ্বেত পাথরের এই আশ্চর্য সৌধ দেখতে সুন্দর। বাইরে থেকে যারা দেখে তারা তো কেবল এর স্থির স্থাপত্য সৌন্দর্যই দেখে। সবাই শাজাহানের নির্মাণটাই দেখে। বাইরের এই সৌন্দর্য শাজাহান ও তার পত্নী মমতাজের অমর প্রেমের স্পর্শে জীবন্ত। এ কেবল পাথরের ইমারত নয়, প্রেমের সৌধ। মমতাজই তার প্রাণ। নারীকে কল্পনা করা হয়েছে জ্ঞান, বিদ্যা, সংগীতের দেবী রূপে। লক্ষ্মীর মতো শান্ত শিষ্ট ধ্যান মগ্ন এই দেবী। আবার শস্য ও ধন সম্পদের দেবী হচ্ছেন লক্ষ্মী, তিনিও নারী। কবি কল্পনা করছেন — পৃথিবীর যেখানে যত সৌন্দর্য তার মূলে রয়েছে নারীর স্পর্শ। নারীই নানারূপে পৃথিবীকে সুন্দর করেছে।

পাঠগত প্রশ্ন : 17.2

শূন্যস্থানে সঠিক কথাটি বসান —

1. তাজমহল নির্মিত হয়েছিল ____________ স্মৃতিরক্ষার জন্য।

(ক) নূরজাহানের

(ক) জাহানারার

(গ) মমতাজের

2. শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন ____________।

(ক) সরস্বতী

(ক) লক্ষ্মী

(গ) দুর্গা

3. উত্তর লিখুন —

(i) নারীর প্রকৃতির সঙ্গে ফুলের ও ফলের কেমন সাদৃশ্য কবি দেখেছেন?

(ii) কবি নারীকে কোন্ অর্থে 'গানের লক্ষ্মী' বলেছেন?

(iii) তাজমহলের 'পাথর' ও 'প্রাণ'কে কবি কীভাবে দেখেছেন?

17.4.3 সে যুগ হয়েছে বাসি . . . . . ডঙ্কা বাজি।

গদ্যরূপ :

যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না, (কিন্তু) নারীরা দাসী ছিল সে যুগ বাসি হয়েছে। আজ বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ। (আজ) ডঙ্কা বেজে উঠেছে। (এ যুগে) কেউ কারও বন্দি থাকবে না।

শব্দার্থ ও টীকা

বক্তব্যসার:

সমাজে পরিবারে পুরুষের ছিল আধিপত্য; তারা ছিল স্বাধীন। কিন্তু নারীদের জীবনে কোনো স্বাধীনতা ছিল না। তারা ছিল পুরুষের পরাধীন। নানারকম বিধিনিষেধ, প্রথা ও আচারের বন্ধনে তাদের বেঁধে রাখা হত। কিন্তু আধুনিক যুগ হল গণতন্ত্রের যুগ, মানবাধিকারের যুগ, সমানাধিকারের যুগ। এ যুগে কেউ কাউকে পদানত রাখতে পারে না। নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা, সমান অধিকার, সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই প্রকৃত মানবিকতা, প্রকৃত গণতন্ত্র। আমাদের সমাজে তা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। লড়াইয়ের কষ্ট দুঃখ বরণ করতে হবে। আজ চারিদিকে সেই লড়াই-এর ঘোষণা শোনা যাচ্ছে। কবিও সেই লড়াই-এর ডাক দিয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 17.3

সঠিক উত্তরে টিক দিন—

1. অতীতে পুরুষ যখন স্বাধীন ছিল নারীরাও তখন স্বাধীন ছিল। হ্যাঁ / না
2. বর্তমানে চলছে গণতন্ত্রের যুগ। হ্যাঁ / না
3. **তিনটি বাক্যে উত্তর লিখুন —**
   (i) বর্তমান যুগকে কবি 'বেদনার যুগ' বলেছেন কেন?
   (ii) আজকের যুগকে কবি 'মানুষের যুগ' বলেছেন কেন?
   (iii) 'উঠিছে ডঙ্কা বাজি' — কিসের ডঙ্কা কেন বেজে উঠেছে?

17.5 আপনি যা শিখলেন

1. নারীর জীবন যাপনে বৈষম্যের অতীত ইতিহাস জানতে পারলেন।
2. মানব জীবনে নারীর বিশেষ ভূমিকা উপলব্ধি করলেন।
3. সমাজে নারীর সমানাধিকারের যৌক্তিকতা বুঝতে পারলেন।
4. জনসংখ্যার অর্ধেককে দাবিয়ে রেখে সমাজ যে এগিয়ে যেতে পারে না তাও বুঝতে পারলেন।
5. বর্তমান সময়ে গণতন্ত্র, সাম্য ও মানবতার স্বার্থে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা যে সারা পৃথিবীতে চলছে তাও জানতে পারলেন।

17.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

পাঁচটি বাক্যে উত্তর লিখুন —

1. পুরুষ ও নারীর মধ্যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে যে কোনো বৈষম্য থাকা উচিত নয় তার স্বপক্ষে 'নারী' কবিতায় কোন্ কোন্ যুক্তি দেখানো হয়েছে?
2. 'নারী' কবিতায় কবি শয়তানদের 'ক্লীব' বলা হয়েছে কেন তা ব্যাখ্যা করুন।
3. বর্তমান যুগকে 'বেদনার যুগ' বলা হয়েছে কেন?

4. ‘মানুষের যুগ’ ‘সাম্যের যুগের’ সঙ্গে নারী-স্বাধীনতার সম্পর্ক কী?

5. নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া উচিত — এ সম্পর্কে আপনার মতামত কারণসহ লিখুন।

17.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

17.1

1. (গ)
2. (খ)
3. কবি নজরুল ইসলামের
4. যে নারীকে নিন্দা করে
5. (i) পৃথিবীতে ভাল ও মন্দ সকল কাজেই উভয়ের ভূমিকা সমান।

   (ii) পুরুষ প্রধান সমাজে নারীকে পদানত রাখার এটি একটি কৌশল। মা ভালো না হলে ছেলে ভাল হবে কী করে?

   (iii) পুরুষ বা নারীর কোনো সদ্গুণ যাদের নেই — তাদের মানসিকভাবেভাবে ক্লীব বলা যায়।

   (iv) পুরুষ ও নারী যে একই রকম গুণের অধিকারী তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত মাদাম কুরি ও পিয়ের কুরি।

17.2

1. (গ)
2. (খ)
3. (i) নারীর মানসিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সুন্দর ফুল ও সুস্বাদু ফলের কমনীয়তার মিল রয়েছে।

   (ii) লক্ষ্মী একদিকে দেবী, শব্দটি আবার শান্তশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়।

   (iii) বাইরে থেকে দেখলে তাজমহল শ্বেত পাথরের সৌধ মাত্র। কিন্তু এর পিছনে রয়েছে গভীর এক ভালোবাসার বেদনা।

17.3

1. না
2. হ্যাঁ।
3. (i) যে কোনো বাধার বিরুদ্ধে লড়াই-ই কষ্টকর, পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই আরো কঠিন।

   (ii) বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের — তার মানে সমান অধিকারের — সব মানুষকে সমান ভাবে দেখার।

   (iii) সারা পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের ভেরি বেজে উঠেছে।

লেখক পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে। বাল্যে পিতৃহারা নজরুলকে খুব অল্প বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে রোজগারের জন্য বেরিয়ে পড়তে হয়। পরে বেশি বয়সে আবার পড়াশোনা শুরু করেন। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার আগেই সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে করাচির সেনানিবাসে চলে যান। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কবিতা, গল্প, নাটক, গান লেখা ও গান গাওয়ায় পারদর্শী হয়ে উঠতে থাকেন। সৈনিকের কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য রচনাও করে যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। উদ্দীপনাময় কবিতা, গান লিখে, গান গেয়ে, সংবাদপত্র প্রকাশ করে দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। ইংরেজ সরকার তাঁর কবিতা, সংগীতের বই নিষিদ্ধ করে। তাঁকে কারাগারে বন্দি করে। নানা ভাবের বহু কবিতা তিনি রচনা করেছেন। অজস্র গান তিনি লিখেছেন এবং তাতে সুর দিয়েছেন। সমাজের অচল অনড় নিয়ম-কানুন, আচাব-আচরণ, বৈষম্য ও অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন বলে তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। বাংলাদেশ তাঁকে জাতীয় কবির স্বীকৃতি দিয়েছে।

শেষ জীবনে তিনি বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেন। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট বাংলাদেশেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর কয়েকখানি গ্রন্থ - অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, সর্বহারা, ছায়ানট ইত্যাদি।

সমধর্মী রচনা

কবিতা — ‘সবলা’ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোটো গল্প — ‘স্ত্রীর পত্র’ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর